যায়যায়দিন

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... 20 MAY 2009 কলাম ...
6 8

একটি পরিপত্রই বদলে দিয়েছে মফস্বলের পাসের হার

ইসমত মর্জিদা ইতি ও কামরুজ্জামান বাবলু চট্টগ্রাম

মন্ত্রণালয়ের একটি পরিপত্রই বদলে দিয়েছে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় মফস্বলের পাসের হার। বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় স্কুলের পড়াশোনা ও এসএসসির ফলাফলে এর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শর্ত পূরণ করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিংবা সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি বছরের পর বছর খালি থাকায় মফস্বলের স্কুলগুলোতে ফলাফলে বিপর্যয় নেমে আসে।

জানা গেছে, এবার এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম মহানগরীতে পাসের হার বাড়লেও মফস্বলে কমেছে। মহানগরীতে যেখানে পাসের হার ৮২ দশমিক ৯২ শতাংশ সেখানে চট্টগ্রাম জেলায় এবারের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ। গতবার ছিল ৬৭ দশমিক ৬২ শতাংশ। পাসের হার ১০ শতাংশের ওপরে এবং ২০ শতাংশের নিচে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ২০০৮ সালে এমন স্কুলের সংখ্যা ছিল একটি। এবার এমন স্কুলের সংখ্যা ১৬টি।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ও বিদ্যালয়ের পড়াশোনার মান বিশেষ করে মফস্বলের বিদ্যালয়গুলোতে নিচে নেমে আসার কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শুধু প্রধান শিক্ষক কিংবা সহকারী প্রধান শিক্ষক একজনই এমপিওভুক্তির সুযোগ পাবেন। কিন্তু কোনো প্রধান শিক্ষক কিংবা সহকারী প্রধান শিক্ষক অবসরে চলে গেলে ওই পদে কাউকে

এসএসসি রেজাল্ট

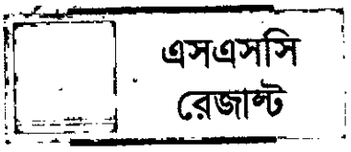

এমপিওভুক্তির সুযোগ দেয়া হয় না। প্রধান শিক্ষক পদের জন্য মন্ত্রণালয়ের শর্ত অনুযায়ী একটি পরীক্ষা ছাড়া সব পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ বা শ্রেণী অর্জনকারী বিএডসহ ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা না পাওয়ার কারণেও ফলাফলে বিপর্যয় নেমে আসে।

বিভিন্ন স্কুলে নির্দিষ্ট জনবলের বাইরে অতিরিক্ত নিয়োগের অভিযোগ এনে ২০০৬ সালের ১১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপসচিব বাবুল কুমার সাহা স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়, জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত থাকলে সে ক্ষেত্রে শুধু আগের নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক এমপিওভুক্তির সুযোগ পাবেন।

এছাড়া নির্দিষ্ট জনবল কাঠামোর বাইরে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা যাবে না। কিন্তু অবসরে যাওয়ার পর মফস্বলের স্কুলগুলোতে এসব পদ ফাঁকা পড়ে থাকে।

ফলে খালি থাকা এ পদগুলোতে নতুন করে গণিত ও ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় না। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন ৯২৪টি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ স্কুলে গণিত ও ইংরেজিতে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে বলে জানালেন শিক্ষা বোর্ডের প্রধান বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর আলী হোসেন।

পাশাপাশি এ বোর্ডের আওতায় ১৫০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বলেও জানান তিনি।